R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

A Great News to all !
FINALLY WEB WORLD EDUCATION Introduces a six months certificate course for beginners & also for professionals.
For Details Contact at
HAQUE PHARMACY
Raghunathganj, Garighat
Ph. (03483) 66295

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩রা ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

দু' পক্ষের মধ্যস্থতায় এক সপ্তাহ পর টেলিফোন কর্মীরা কাজে যোগ দিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন দপ্তরের সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ার সোহরাব আলি বিশ্বাসকে তাঁর দপ্তরে ঢুকে লাঞ্ছনার প্রতিবাদে গত ৬ ফেব্রুয়ারী থেকে এখানকার কর্মীরা লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেন। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ৯ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ শহরে টেলি কর্মীদের এক বিক্ষোভ মিছিলে টেলি যোগাযোগ বিচ্ছিন্নের আভাসও দেওয়া হয়। এরপর ঐ দিন রাত থেকে এসটিডি লাইন অচল করে দেন কর্মীরা। ১১ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় ৪৫০ জন টেলি গ্রাহকের সাক্ষরযুক্ত এক ডেপুটেশন দেওয়া হয় মহকুমা শাসককে। ঐ ডেপুটেশনে তিন দফা দাবীর মধ্যে প্রধান দাবী ছিল—জঙ্গিপুর সাবডিভিশনাল টেলি ইঞ্জিনীয়ারকে অন্যায়ভাবে মারধোরের জন্য (৩য় পৃষ্ঠায়)

পুরপতি দাবী না মানলে বন্‌ধ ডাকবে বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের পুরপতিকে গত ৯ ফেব্রুয়ারী এক চরম পত্র দিয়ে আবার আন্দোলনে নামলো জঙ্গিপুর পৌর মন্ডলের বিজেপি শাখা। দলের পক্ষ থেকে চিত্ত মুখার্জী আবেদন জানিয়েছেন, এখনই ডিপ টিউবওয়েলের কাজ বন্ধ করে ৭০ লক্ষ টাকার অপচয় রোধ করা হোক। বিজেপির মতে ভোটের আগে এটা ধাপ্পা ছাড়া কিছু না। ডিপের নোংরা বিষাক্ত জল না খেয়ে রঘুনাথগঞ্জবাসী যা খাচ্ছে তাই খাক্। ১/২ বছর পরে তো ওপারের পরিশ্রুত জল এপারে আনা হবে। এছাড়া পুর কর বাড়াতে হলে রিভিউ কমিটি তুলে দিয়ে তিনটি স্তরে আর্থিক ক্ষমতা যাচাই এর প্রশ্নে না গিয়ে পেশা ও ব্যবসার রকমের উপর পুরবাসীদের বিভাজন করে কর নির্দ্ধারণের সুপারিশ করেছেন চিত্তবাবু। এই দুটি দাবীর সঙ্গে তাঁরা জুড়ে দিয়েছেন জঙ্গিপুর হাসপাতালের অব্যবস্থার কথা। সেটা অবশ্য পুরপতিকে নয়—মহকুমা শাসককে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাড়ালা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে বৈঠক শুরুর আগেই পালালেন বি এম ও এইচ, নীরব বিডিও

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২ ফেব্রুয়ারী বাড়ালা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালা খুললেও পঞ্চায়েত ও গ্রামবাসীদের নিয়ে সমস্যা সমাধানে বসার ব্যবস্থা করতে হ'লো প্রশাসনকে। প্রশাসনের শর্ত মতো গ্রামবাসীরা ঐ তালা খুলে চালু করলেন হাসপাতাল। উল্লেখ্য সিনিয়র নার্স জয়া হাজরার দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার অভিযোগ তুলে জামুয়ার পঞ্চায়েত গত ২৫ জানুয়ারী তালা ঝুলিয়ে দেয় ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এরপর সমস্যা সমাধানে গত ৮ ফেব্রুয়ারী সিএমও এইচের নির্দেশে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বিডিও তাঁর অফিসে এক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট বি এম ও এইচ অমল সরকার, জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সত্যবান মাঝি, পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ বডির তিন সদস্য, রঘুনাথগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্পনা মুখার্জী প্রমুখর থাকার কথা ছিল। জনৈক পঞ্চায়েত সদস্য জানান, (৩য় পৃষ্ঠায়)

বিদ্যুৎহীন জঙ্গিপুর বরজে আলো আনতে বিদ্যুৎ দপ্তরে হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিগত তিন / চার মাস ধরে জঙ্গিপুর বরজ এলাকা অন্ধকারে। কালিয়াপাড়ার ট্রান্সফর্মারটি অচল হয়ে পড়ায় এই বিপর্যয় বলে জানা যায়। বিদ্যুৎ চালুর দাবীতে ঐ অঞ্চলের মানুষ দফায় দফায় বিদ্যুৎ দপ্তর এবং জঙ্গিপুরের পুরপতিকে ডেপুটেশন (শেষ পৃষ্ঠায়)

উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জঙ্গিপুরের তিন কন্যার কৃতিত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারী জলপাইগুড়িতে স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম আয়োজিত উৎসব '৯৯ অনুষ্ঠানে রাজ্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেলো। মুর্শিদাবাদের মোট পদাধিকারীর সংখ্যা ১০। এঁদের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জের তিনজন। রবীন্দ্রসংগীত সর্বসাধারণ বিভাগে প্রথম হন শালিনী সাহা। আবৃত্তি 'ক' বিভাগে প্রথম হয়েছেন ঋত্বিকা মন্ডল এবং 'খ' বিভাগে দ্বিতীয় হয়েছেন একান্তিকা মন্ডল। এরা আমাদের রঘুনাথগঞ্জ শহর তথা জঙ্গিপুর মহকুমার গর্ব।

কাবিলপুরে শান্তি কমিটির সভা ভোটের জন্য পিছিয়ে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানার কাবিলপুর অঞ্চলে কিছুদিন আগে পাঁচজনকে হত্যা ও বাড়ীঘর লুঠের ব্যাপারে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে গত ৩১ জানুয়ারী সিপিএমের এক বিক্ষোভ মিছিল ও গণ অবস্থান হয় সাগরদীঘি থানায়। থানা কমিটির সদস্যরা বক্তব্যে সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে বর্তমান ওসির যোগসাজস ও তার মদতে কাবিলপুরে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, শুধু কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভান্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভান্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ চক্রান্তের শিকার ॥

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, বিদেশ-মন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইট এবং তদীয় পারিষদবর্গ আগামী ২০ মার্চ ভারতে আসিতেছেন। ইহা শুভেচ্ছা সফর নহে, বিশেষ এক উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের আগমন হইতেছে। আর সে উদ্দেশ্য তাঁহাদের কিছু কিছু ঘোষণায় সূচিত হইয়াছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারত আগমনের সম্মতি প্রদানের পর ভারত আমেরিকার উদ্দেশ্য কিছুটা আন্দাজ করিতে পারিতেছে।

আমেরিকা, ব্রিটেন, চীন, পাকিস্তান, তালিবানশাসিত আফগানিস্থান ও পাকদরদী পশ্চিমএশীয় কোন কোন রাষ্ট্র আজ যেন মহাভারতোল্লেখিত সপ্তরথী, ভারতঅভিমন্যুর জন্য প্রস্তুতি লইতেছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ভারতবন্ধু ; আজ তাহা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া বর্তমান রাশিয়া চেচনিয়া-সংশপ্তক লইয়া ব্যস্ত। কাজেই ভারত-অভিমন্যুকে একাই মোকাবিলা করিতে হইতেছে।

ভারতের পারমাণবিক বোমা এবং কাশ্মীর আমেরিকার তথা তস্য অনুরাগী রাষ্ট্রসমূহের শিরঃপীড়ার কারণ। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রাধান্য তাহাদের পক্ষে অসহ্য। তাই আমেরিকা আগামী সফরে ভারতের উপর নানা চাপের সৃষ্টি করিবে বলিয়া সকলের ধারণা। চীন ও আমেরিকার সহায়তায় পাকিস্তান পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হইলেও মার্কিনী দুশ্চিন্তা ততটা নহে, যতটা আছে ভারতের বিষয়ে।

কাশ্মীর ইস্যু লইয়া এক আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়িয়া তোলা আমেরিকার লক্ষ্য। ইহার নির্গলিতার্থ এই যে, কাশ্মীরকে পৃথক রাষ্ট্র করিতে হইবে ; অথবা এই রাজ্যের অধিকাংশকে আজাদ কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া পাকিস্তানের খবরদারির মধ্যে আনিতে হইবে। কাশ্মীরকে পৃথক রাষ্ট্র করিবার জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া আমেরিকা অপেক্ষা করিয়া আছে। উদ্দেশ্য সফল হইলে আমেরিকার একটা শক্ত ঘাঁটি সেখানে হইতে পারিবে এবং তাহার দ্বারা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় তাহার অপ্রতিহত আধিপত্য স্থাপিত হইবে। রাশিয়ার বর্তমান অবস্থায় আমেরিকাই এখন পৃথিবীতে একমাত্র শক্তি এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কাশ্মীরকে কবজা করিতে পারিলে চীন, জাপান ও রাশিয়ার বাড়-বাড়ন্ত সম্ভব হইবে না। আবার যদি কাশ্মীরকে বিভক্তও করা যায়, তাহা হইলেও পাকিস্তানের মাধ্যমে আমেরিকা তাহার আধিপত্য বজায় রাখিতে পারিবে। মার্কিন রাজনীতি সেই দিকেই চলিয়াছে।

পাকিস্তান মার্কিনী 'গুড বুক'-এ থাকিবার জন্য নানা ব্যবস্থা করিতেছে। তাহাকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিবার ভারতীয় আর্জিতে আমেরিকা ভ্রূক্ষেপ করে নাই। তথাপি পাকিস্তান জঙ্গী আজহার মাসুদকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার দিকে মার্কিনী স্নেহ লাভ করিবার প্রয়াস চালাইতেছে। খবরে প্রকাশ, কাশ্মীরি জঙ্গীরা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় চাহিয়াছে। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। সমস্ত ব্যাপারই কাশ্মীর সম্পর্কে বিরাট এক চক্রান্ত। আন্তর্জাতিক স্তরে এই ইস্যু গেলে পাকিস্তান ও আমেরিকা উভয়েরই লাভ।

এমতাবস্থায় ভারতকে সুচিন্তিত পদক্ষেপ লইতে হইবে। দেশের স্বার্থে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকেও সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। কাশ্মীর চক্রব্যূহ-চক্রান্ত ভারতকেই বানচাল করিতে হইবে। ভারত মহাভারতীয় অভিমন্যু হইবে না।

রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের বিস্মৃতপ্রায় কিছু কথা

জিতেন সাহা (প্রাক্তন ছাত্র)

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাস ; আমি ভর্তি হলাম ক্লাস সেভেনে জঙ্গিপুর হাই স্কুলে। বেশ কিছুদিন ক্লাস করলাম ; প্রধান শিক্ষক মশায়ের নোটীশ এল ; জানতে পারলাম আমার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে চলে গেছে। রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। আমার মত কয়েকজন ছাত্র জঙ্গিপুর হাই স্কুল থেকে এসে ভর্তি হয়েছে। পরে বাবার কাছে জানতে পারলাম—স্থানীয় আদালতের মুনসেফ অমলকৃষ্ণ রায় স্থানীয় উকিলবাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

এই রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে বিভূতিভূষণ দাস, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সরসীমোহন চৌধুরী, অবিনাশ মৈত্র, দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উকিলদের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁরা জানতেন—নূতন স্কুল ; শিক্ষক সংখ্যা কম ; ঘরদোড় নেই। তবুও এহেন স্কুলে তাঁদের ছেলে ও আত্মীয়দের ছেলেকে ভর্তি করিয়ে যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছিলেন তা বিরল। উকিলবাবুদের কেউ কেউ স্কুল শুরু হওয়ার সময়েই আবার কেউ টিফিনের পর আমাদের পড়াতে আসতেন। অঙ্ক, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই প্রয়োজন অনুযায়ী পড়াতেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁদের ভালবাসা ছিল অগাধ। মুনসেফ অমলকৃষ্ণ রায়ের অবদান তুলনাহীন। ফরাসী ভাষা সমেত বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত অমলবাবুও তাঁর ছেলে অসিত রায়কে এই স্কুলে ভর্তি করেছিলেন।

এবার শিক্ষকদের প্রসঙ্গে আসি। প্রত্যেক শিক্ষকের মন ছিল নিষ্ঠা ও মমতায় ভরা। তাঁরা যেমন শাসন করতেন, তেমনি ভালবাসতেন। ছেলেদের বেতন থেকেই আসত তাদের মাসমাহিনা। কিন্তু সামান্য বেতন পেলেও তাঁদের মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। টেষ্টের পর কোচিং ক্লাস একদিনের জন্যও বাদ যেত না। শিক্ষকদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় পূর্ণচন্দ্র সাহার কথা। আমরা তাঁকে কোনদিন ছড়ি ব্যবহার করতে দেখিনি। অঙ্ক, ইংরেজী ও সংস্কৃততে ছিল তাঁর সমান পারদর্শিতা। স্কুলের পর প্রতিদিন তিনি শ্রদ্ধেয় দাদাঠাকুরের প্রেসে এসে বসতেন। দাদাঠাকুরকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমাকে বলতেন—"যখনই তোমার দরকার হবে আমার কাছে চলে এসো। আমাকে কোথাও না পেলে জানবে পণ্ডিত প্রেসে আছি"। তারপরই বলতে হয় ক্ষীরোদশশী ঘোষের কথা। তিনি না থাকলে আমার পড়াশুনা ষষ্ঠ শ্রেণীতেই শেষ হয়ে যেত। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওঠার পর দু' মাস স্কুল আসতে পারিনি, বেতন দিতে পারিনি। আমি ছিলাম গরীব ঘরের ছেলে ; তারপর যৌথপরিবার ; বাবার সামান্য আয়েই চলত সংসার। ক্ষীরোদবাবুই বাবাকে ডেকে বকাবকি করে নিজেই বকেয়া বেতন দিয়ে দেন। তাঁর ঋণ আমি জীবনে ভুলতে পারব না। অন্যান্য শিক্ষকগণের অবদানও পৃথক পৃথকভাবে বলার দাবী রাখে। তবে এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের কথা বলতে না পারার জন্য দুঃখিত।

এবার সেই কথাই আসি যে কথা না বললে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অপরাধী হয়ে থাকব। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ৩রা—৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০০ সাল অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেই অনুষ্ঠানে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমাকে যে সম্মান জানানো হয়েছে তাতে আমি অভিভূত ও কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

দুই ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১০ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ আই লং উপরের দুই ছিনতাইকারী সুরেন মণ্ডল ও লাচ্চা মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। লচ্চার বাবা একজন স্কুল শিক্ষক। গত ১৮ জানুয়ারী দুপুরে মির্জাপুর বাসষ্ট্যাণ্ডে রঘুনাথগঞ্জের মুদিখানা ব্যবসায়ী বিশ্বনাথ দত্তের লোকের কাছ থেকে এরা প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ছিনতাই করে। পুলিশের কাছে এ কথা তারা স্বীকার করেছে। কোন টাকা উদ্ধার হয়নি।

টেলিফোন কর্মীরা কাজে যোগ দিলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

গৌতম রুদ্রকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা। ডেপুটেশন চলাকালীন জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য কমিশনার গৌতম রুদ্রকে নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে যান বলে খবর। পরে মৃগাঙ্কবাবু বহরমপুরে টেলিকম ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে টেলি ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে এখানে আলোচনায় বসতে অনুরোধ জানান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১১ ফেব্রুয়ারী বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ থানায় দু' পক্ষের মধ্যে এক আলোচনা হয়। সেখানে জঙ্গিপুরের এসডিপিওর উপস্থিতিতে গত ৫ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ টেলি দপ্তরে সাবডিভিশন্যাল ইঞ্জিনীয়ার সোহরাব আলি বিশ্বাসের সাথে কমিশনার গৌতম রুদ্রের যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এর জন্য উভয়েই দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সৌহার্দপূর্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে ঘটনার মীমাংসা হয়। ভবিষ্যতে এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটবে না বলে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য আশ্বস্ত করেন। ঐ সভার আলোচনা পত্রে পুরসভা তথা গৌতম রুদ্রের পক্ষে সাক্ষর করেন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, গৌতম রুদ্র, উপ-পুরপতি সুদীপ্তা সাহার সাক্ষর করেন তাঁর স্বামী অশোক সাহা, গৌতম রুদ্রর ল' ইয়ার গৌরীশঙ্কর মুখার্জী। টেলিকম অথরিটির পক্ষে সাক্ষর করেন এ, কে, সিনহা (টেলিকম ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার), এন, কে, রায় চৌধুরী (ডিভিশন্যাল ইঞ্জিনীয়ার, টি এণ্ড এম), সোহরাব আলি বিশ্বাস (এস, ডি, ই, রঘুনাথগঞ্জ), ছাড়া বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রতিনিধিসহ মোট দশজন। মীমাংসার পর ঐ দিন রাত ১০টা নাগাদ এসটিডি লাইন চালু হয়। পরদিন ১২ ফেব্রুয়ারী থেকে কর্মীরা কাজ চালু করেন। এর ফলে মহকুমার ১৯টি এক্সচেঞ্জের টেলি গ্রাহকরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

পালালেন বি এম ও এইচ (১ম পৃষ্ঠার পর)

আমরা সকলে নির্দিষ্ট সময় মিটিং-এর জন্য ব্লকে উপস্থিত হই। সে সময় ব্লকে বিডিও, বি এম ও এইচ এবং সভাপতিদের নিয়ে জনস্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটির এক সভা করছিলেন। জামুয়ার পঞ্চায়েতের সদস্যদের দেখেই নাকি বি এম ও এইচ অমল সরকার বিডিওকে না জানিয়েই সভা ছেড়ে পালিয়ে যান। অগত্যা বিডিও বৈঠকের বিষয়বস্তু সমেত মেম্বারদের মতামতের কপি সি এম ও এইচ-কে পাঠিয়ে দেন। এ ব্যাপারে রঘুনাথগঞ্জ-১নং ব্লকের নবাগত বিডিও-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, কি হয়েছে আমি আপনাদের বলবো না। জানা যায় বাড়ালা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার দেবাশীষ দাস ট্রেনিং নিতে দীর্ঘ ছুটী নেওয়ায় আপাততঃ রঘুনাথগঞ্জের ডাঃ অনুরাধা চ্যাটার্জীকে গত ২ ফেব্রুয়ারী থেকে ঐ কেন্দ্রের ভার দেওয়া হয়েছে।

বহরমপুর কল্পনা সিনেমার সন্নিকটে দু'খানি দোকান ঘর বিক্রয় অথবা ভাড়া দেওয়া হবে। পরিমাপ ৮´ x ১৫´ উচ্চতা ১৫´

যোগাযোগের ঠিকানা—
শ্রীমতী সঞ্চিতা সিংহ রায়
২৩, ডাঃ এস, এন, ভট্টাচার্য্য রোড
কাদাই—বহরমপুর ফোন নং ০৩৪৮২—৫৪৯০৭

প্রজাতন্ত্র দিবস দিকে দিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৬ জানুয়ারী ৫১তম প্রজাতন্ত্র দিবস মহকুমার দিকে দিকে পালিত হয়। ধুলিয়ানে প্রতিরোধী দল পুরসভার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করে। বাহিনীর ৬২ জন সদস্য ব্যাণ্ডযোগে শহর পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে। ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টের আহিরণ ইউনিটের জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারস এ্যাসোসিয়েশন ঐ দিনটি উদযাপন করে। জঙ্গিপুর টাউন কংগ্রেসের পক্ষে দিনটি গোফুরপুর বরজের অফিসে পালন করা হয়। সভাপতি ইন্তেকাব আলমের পরিচালনায় অনেকে দিবসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতিযোগিতা

আয়োজক ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩৬, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলিকাতা—৭০০০৩৩

ব্যবস্থাপনায় : জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও রবীন্দ্রসদন

প্রতিযোগিতার স্থান : রবীন্দ্রসদন বহরমপুর, প্রত্যহ সকাল ১০টা

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয় খ বিভাগ (২০-২৭ বঃ)	বহরমপুর রবীন্দ্র-সদনে প্রতিযোগিতা তারিখ	চূড়ান্ত প্রতি-যোগিতা কলিকাতা আকাদেমি ভবন
১	রবীন্দ্র সঙ্গীত	১৮/২/২০০০	২১/২/২০০০
২	নজরুলগীতি	১৮/২/২০০০	২২/২/২০০০
৩	আধুনিক বাংলা গান	১৮/২/২০০০	২৩/২/২০০০
৪	লোক সঙ্গীত	১৮/২/২০০০	২৪/২/২০০০
৫	খেয়াল	২৩/২/২০০০	২৫/২/২০০০
৬	তবলা	২৩/২/২০০০	২৮/২/২০০০
৭	কত্থক নৃত্য	২৩/২/২০০০	১/৩/২০০০

সঙ্গীত, নৃত্যের কর্মশালা—১৪ই মার্চ হইতে ১৮ই মার্চ

উদয়শঙ্কর নৃত্য উৎসব—২৭/২/২০০০ ও ২৮/২/২০০০

দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা (জেলা পর্যায়ে সীমাবদ্ধ)

বিভাগ ক ১০—১৪ বৎসর	১) ভারত কাব্য নিকুঞ্জে	(রজনীকান্ত)
	২) যে তোমায় ছাড়ে	(রবীন্দ্র-৪৬)
	৩) সেই আমাদের বাংলা	(নজরুল)
বিভাগ খ ১৫—১৯ বৎসর	১) একবার গালভরা মা	(দ্বিজেন্দ্রলাল)
	২) হও ধরমেতে ধীর	(অতুলপ্রসাদ)
	৩) দে দোল দে দোল	(নজরুল)
বিভাগ গ ২০—২৭ বৎসর	১) ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে	(দ্বিজেন্দ্রলাল)
	২) কেন চেয়ে আছো গো মা	(রবীন্দ্র-৪৭)
	৩) জাতের নামে বজ্জাতি	(নজরুল)

আবেদনের সঙ্গে বয়েসের প্রত্যয়িত কপি অবশ্যই দিতে হবে।

দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার তারিখ ২৭/২/২০০০, সকাল ১০টা, রবীন্দ্রসদন

যোগাযোগের স্থান : জেলা ও মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের করণ ও বহরমপুর রবীন্দ্রসদন।

চারণ কবি গোমানী দেওয়ান জন্মদিবস স্মরণে কবিয়াল মেলা ৫—৭ই মার্চ ২০০০

স্থান—জিনদীঘি, তাঁতিবিড়োল, (জঙ্গীপুর), মুর্শিদাবাদ

Memo No. 83(11)/Inf./Msd. Dated 7/2/2000

রেশনে কেরোসিন তেল বণ্টন নিয়ে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরবাসীদের অভিযোগ গত জুন মাসে রাজ্য সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় (মেমো নং আই সি এ ২৪৯২ (৪/৯৯) প্রতি মাসে কার্ড পিছু ১ লিটার ২৫০ মিলি লিটার কেরোসিন তেল পাওয়া যাবে। আর এই সুযোগ শুধু শহরাঞ্চলের লোকেরা পাবেন। কিন্তু ধুলিয়ান পুরসভায় গত জুন মাস থেকে তো দূরের কথা এখন পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে কার্ড পিছু ১ লিটার তেল। এ ক্ষেত্রে ধুলিয়ান পৌরসভার ৬৬ হাজার ৮১৮ জন রেশন কার্ড হোল্ডারকে ২৫০ মিলি লিটার বাড়তি তেল দেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তর থেকে যে বাড়তি কেরোসিন দেওয়া হয়েছে সে তেল কোথায় গেল ?

বিদ্যুৎ দপ্তরে হামলা (১ম পৃষ্ঠার পর)

দিলেও বরজের অন্ধকার ঘোচেনি। অন্যদিকে অন্ধকারের সুযোগে এখানে ব্যাপক চুরির উৎপাত শুরু হয়েছে। একই রাতে খাঁন জুয়েলার্সের মালিক বাসার খাঁনের বাড়ীতে, আতা সেখের দোকানে এবং ডাঃ খালেকের চেম্বারে চুরি হয়। এ ছাড়া বিদ্যুতের অভাবে ঐ এলাকার ছোটখাটো শিল্পও মার খাচ্ছে। বিদ্যুৎ চলুর দাবীতে বরজের একদল বিক্ষুব্ধ মানুষ গত ২৭ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জে বিদ্যুৎ দপ্তরের এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে চড়াও হয়ে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে ঐ এলাকার কমিশনার আনিসুর রহমানসহ কয়েকজনের নামে থানায় অভিযোগ দেয়।

বন্ধ ডাকবে বিজেপি (১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবসা ও লুঠপাট বন্ধে এবং বিশেষ করে ডাঃ হায়দার নওয়াজ ও ডাঃ তাপস ঘোষের রোগীদের প্রতি অমানবিক আচরণ তথা মারধোর বন্ধে তাঁরা কনভেনসনে সব ইউনিয়নের প্রতিনিধিসহ সমস্ত ডাক্তারের উপস্থিতি চান। এসব না মানা হলে আগামী ১৬ মার্চ বন্ধ অবশ্যম্ভাবী বলে বিজেপি নেতা চিত্ত মুখার্জী জানান।

ভোটের জন্য পিছিয়ে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

এলাকায় একের পর এক অসামাজিক কাজ চলছে বলে অভিযোগ আনেন। পরে ওসিকে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এতে অংশ নেন জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান, প্রাক্তন সাংসদ জয়নাল আবেদিন, বিধায়ক পরেশ দাস, মোহন চ্যাটার্জী প্রমুখ। পরে পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আলোচনায় গত ৯ ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকজনকে নিয়ে কাবিলপুরে একটি শান্তি কমিটি গঠন করার কথা ছিল। কিন্তু নবগ্রামে নির্বাচনের কারণে শান্তি কমিটির সভা পিছিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারী করা হয়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সাটিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মন্ডিয়া সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

(সব্জী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ গোপন সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্ত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।